بسم اللہ الرحمن الرحیم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে খায়বারের যুদ্ধাভিযানের পর এক ইহুদী মহিলা কর্তৃক খাবারে বিষ মেশানো এবং হযরত সাফিয়া (রা.)-কে বিয়ে করার প্রেক্ষাপট সবিস্তারে পর্যালোচনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, খায়বারের যুদ্ধাভিযানের পর ইহুদীদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয় এবং তাঁকে বিষ মেশানো ছাগলের মাংস খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) খায়বার বিজয়ের পর ইহুদীদের শুধু ক্ষমাই করেন নি, বরং তাদেরকে খায়বারে বসবাসের অনুমতিও প্রদান করেন। পরিবেশ কিছুটা শান্ত হলে ইহুদীদের সেনাপতি সালাম বিন মিশকামের স্ত্রী **যয়নব বিনতে হারেস** মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং ছাগলের মাংস উপহারস্বরূপ উপস্থাপন করে। এ সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত বিশর বিন বারাআ (রা.)ও ছিলেন, যিনি সেখান থেকে মাংস নেন এবং খাওয়া শুরু করলে মহানবী (সা.) তাকে থামান এবং বলেন, এ খাবারে বিষ মেশানো আছে। হযরত বিশর (রা.) বলেন, আমি কিছুটা অনুভব করতে পেরেছিলাম, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর খাবারের রুচি নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে তা মুখ থেকে বের করি নি। বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী তিনি সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন, তবে কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী তিনি প্রায় এক বছর পর মৃত্যু বরণ করেন।

অতঃপর মহানবী (সা.) সেই মহিলাকে ডেকে পাঠান আর জিজ্ঞেস করেন, তুমি এ কাজ কেন করেছ? সে উত্তরে বলে, **আপনি আমার জাতির সাথে যা করেছেন তা আমাদের কাছে গোপন নয়। আমি ভেবেছিলাম, আপনি জাগতিক রাজা-বাদশাহ্ হলে আমরা আপনার হাত থেকে রক্ষা পাবো আর যদি আপনি সত্যবাদি নবী হন তাহলে আপনাকে এ বিষয়ে অবগত করা হবে।** সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যমতে একথা শুনে মহানবী (সা.) তাকে ক্ষমা করে দেন। আরেক বর্ণনানুযায়ী হযরত বিশর (রা.)-র মৃত্যুর পর কিসাস অনুসারে মহানবী (সা.) তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) মৃত্যুশয্যায় বলতেন, **হে আয়েশা! আমি সেই খাবারের কষ্ট এখনো অনুভব করি যা খায়বারে খেয়েছিলাম এবং সেই বিষের প্রভাবে আমার শিরা ফেটে গেছে বলে অনুভূত হয়।** হুযূর (আই.) বলেন, অনেক তফসীরকারক উক্ত হাদীসের কারণে বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু এই বিষযুক্ত খাবার খাওয়ার কারণে হয়েছিল, অথচ এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা ইহুদীরা এই বিষযুক্ত খাবার গ্রহণের পর তাঁর অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়াকে একটি নিদর্শন মনে করত এবং মহানবী (সা.) যে মিথ্যা নবী নন এর প্রমাণ হিসেবে জ্ঞান করত। অপরদিকে কতিপয় সরলপ্রাণ মুসলমান এদ্বারা তাঁর (সা.) শাহাদত প্রমাণের চেষ্টা করে, অথচ একজন নবী তো এমনিতেই শাহাদত ও সিদ্দিকিয়্যাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকেন। মোটকথা, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু কখনোই এই বিষের কারণে হয় নি, এটি কেবল তাঁর (সা.) কষ্টের বহিঃপ্রকাশ ছিল মাত্র। সবাই জানে, কখনো কখনো দৈহিক কষ্ট বা আঘাত বা অসুস্থতা বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে প্রকাশ পায় বা অনুভূত হয়। আরো গভীরে গেলে দেখা যায় যে, বিষ মেশানো এই মাংস তো মহানবী (সা.) গলাধঃকরণও করেন নি, বরং মুখে দেয়ার কারণে

তাঁর খাদ্যনালী আক্রান্ত হয়েছিল আর কখনো কখনো খাওয়ার সময় তিনি সেখানে ব্যথা অনুভব করতেন আর তিনি (সা.) এ কষ্টের বহিঃপ্রকাশই করেছিলেন।

খায়বারের যুদ্ধাভিযানে বন্দিদের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে, হযরত দাহিয়া কালবী (রা.) এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আমাকে এদের মাঝ থেকে একজন নারী দান করুন। তিনি (সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করলে তিনি হুয়ী বিন আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাকে গ্রহণ করেন। সাহাবীদের মধ্যে একজন এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তিনি বনু নযীর ও বনু কুরায়যার শাহযাদী, তাই আপনি ছাড়া তাকে আর কেউ গ্রহণ করতে পারে না। মহানবী (সা.) দাহিয়াকে বলেন, তুমি অন্য কাউকে গ্রহণ করো আর সাফিয়্যাকে মুক্ত করে দিয়ে বলেন, তুমি চাইলে আমাকে বিয়ে করতে পার আর চাইলে তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যেতে পারো। হযরত সাফিয়্যা (রা.) মহানবী (সা.)-কে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

হযরত সাফিয়্যা (রা.)-র পিতা এবং স্বামী মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়ার কারণে মহানবী (সা.)-এর প্রতি তিনি অন্তরে চরম ঘৃণা পোষণ করতেন, কিন্তু প্রথমবার সাক্ষাতের পরই তাঁর (সা.) কথাবার্তা এবং উত্তম আচরণে কারণে তার হৃদয় পুরোপুরি পরিস্কার হয়ে যায় আর তিনি বলেন, এরপর থেকে তিনি (সা.) আমার সর্বাধিক প্রিয় মানুষে পরিণত হন। ফেরত যাত্রায় মহানবী (সা.) তার বাহনে নিজের চাদর বিছিয়ে দেন এবং স্বীয় হাটু ভাঁজ করে বসেন আর হযরত সাফিয়্যা (রা.) সেখানে পা রেখে উটে আরোহণ করেন। পথিমধ্যেও যখন হযরত সাফিয়্যার তন্দ্রা আসত তিনি (সা.) স্বীয় হাত দ্বারা তার মাথা ধরে রাখতেন। হযরত সাফিয়্যা (রা.) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনীদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি (সা.) তাকে নিজের সাথে উটের পিঠে তুলে নেন এবং পর্দা হিসেবে তার ওপর একটি চাদর আবৃত করে দেন যা থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, তিনি তার স্ত্রী ছিলেন দাসী নয়।

ফেরার পথে মহানবী (সা.) খায়বার থেকে ছয় মাইল দূরে শিবির স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত সাফিয়্যা (রা.)-র আবেদনে সেই স্থানে শিবির স্থাপন করা হয় নি। এরপর বারো মাইল দূরত্বে সাফিয়্যা (রা.)-র পরামর্শে সাহাবা নামক স্থানে তিনি (সা.) শিবির স্থাপন করেন। মহানবী (সা.) তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, আপনি খায়বারের নিকটতম স্থানে শিবির স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, যদি আমার গোত্রের লোকেরা আপনাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। তাই আমি আরো কিছুটা দূরে এসে শিবির স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলম। এরপর সেই স্থানে ৩দিন অবস্থান করেন। হযরত আবু আইয়্যুব (রা.) সারারাত মহানবী (সা.)-কে পাহাড়া দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন। সকালে মহানবী (সা.) হযরত আবু আইয়্যুব (রা.)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এই নব-মুসলিম নারীর বিষয়ে শঙ্কিত ছিলাম, তাই আপনার যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেকারণে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিয়েছি। তখন মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন, **হে আল্লাহ্! তুমি আবু আইয়্যুবের সুরক্ষা করো যেভাবে সে আমার সুরক্ষায় রাত অতিবাহিত করেছে।** পরের দিন সেখানে মহানবী (সা.)-এর ওলীমার আয়োজন করা হয় যা অত্যন্ত সাদাসিধে এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। হযরত সাফিয়্যাকে 'মুক্তি প্রদান'ই তার দেনমোহর হিসেবে ধার্য করা হয়েছিল।

হযরত সাফিয়্যা (রা.)-র একটি স্বপ্নের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত সাফিয়্যার চোখের কাছে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করেন, এটি কিসের চিহ্ন? তিনি বলেন, আপনার আগমনের কয়েকদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, মদীনা থেকে চাঁদ আমার কোলে এসে পড়েছে। আমি এ স্বপ্নের কথা আমার স্বামী কেনানাকে বললে তিনি আমাকে চপেটাঘাত করেন এবং বলেন, তুমি মদীনার বাদশাহ্, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বিয়ের স্বপ্ন দেখছ? যাহোক পরবর্তীতে এমনটিই ঘটেছে। হযরত সাফিয়্যা (রা.) ৫০ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়্যার যুগে ইন্তকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

মহানবী (সা.)-এর হযরত সাফিয়্যাকে বিয়ে করার বিষয়ে প্রাচ্যবিদ সমালোচকরা আপত্তি করে থাকে যে, তিনি তার সাহাবীকে অনুমতি দিয়েও পরবর্তীতে তার রূপ-সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে স্বয়ং তাকে বিয়ে করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র বরাতে হুযূর (আই.) বলেন, **আরবদেশে এটি রীতি ছিল যে, বিজয়ী রাষ্ট্রপ্রধান বিজিত দেশের নেতার কন্যা বা স্ত্রীকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সেই দেশের লোকদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরির জন্য বিয়ে করত।** বাকি রইল মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক প্রেক্ষাপট। সর্বপ্রথম কথা হলো তিনি (সা.) কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, **فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** অর্থাৎ নিশ্চয় আমি ইতঃপূর্বে তোমাদের মাঝে এক সুদীর্ঘ জীবনযাপন করেছি, তবুও কি তোমরা বিবেক খাটাবে না? অতএব মহানবী (সা.) শত্রুদের মাঝে জীবনযাপন করেছেন এবং তারা দেখেছে যে, যখন মক্কার পরিবেশ চরম নোংরা ছিল তখনো তিনি কীভাবে কৈশর ও যৌবনকাল অতিবাহিত করেছেন? এছাড়া তিনি (সা.) ৫০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.)-র সাথে জীবন কাটিয়েছেন। অধিকন্তু তারা এটিও জানে যে, কাফির নেতারা তাঁর সাথে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারীকে বিয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। অতএব সবকিছু বিবেচনা করে এটিই প্রমাণিত হয় যে, সমালোচকদের এ ধরনের আপত্তি উত্থাপন বিদ্বেষ বৈ আর কিছুই নয়। ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ এ ঘটনাকে অতিরঞ্জণ করে ভ্রান্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, দু'দিন পর পবিত্র রমযান শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে রমযান থেকে পরিপূর্ণভাবে লাভবান হওয়ার তৌফিক দিন, এ লক্ষ্যে দোয়াও করুন এবং চেষ্টাও করুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ আনোয়ার রিয়াজ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন, তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন এবং তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)